দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ০৩ Nov 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

শনিবার, ১৮ই কার্তিক, ১৩৯৭

পরীক্ষায় শোচনীয় ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কি ?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এসসি, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পাসের হার শতকরা ১৩। পরীক্ষার এ রকম শোচনীয় ফল বাংলাদেশ কেন, পাকিস্তান কিংবা বৃটিশ ভারতেও কখনও ঘটে নাই। পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল ৭ হাজার ৯ শত ৮৯ জন। ইহার মধ্যে পাস করিয়াছে মাত্র ৯ শত ৯৪ জন। ফেল করিয়াছে ৮ হাজার ৯ শত ৯৫ জন। প্রথম বিভাগে কেহই পাস করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ কলেজগুলি পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ও পরীক্ষার দায়িত্বও একই কর্তৃপক্ষ বহন করে। সঙ্গত কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ভাল ফলের প্রশংসা যেমন তাঁহাদের প্রাপ্য, তেমনি খারাপ ফলের দায়িত্ব তাঁহারা এড়াইয়া যাইতে পারেন না। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এসসি পরীক্ষার এই শোচনীয় ফলাফলের কারণ অবশ্যই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষীয় ব্যর্থতার জবাবদিহি করার কোন ব্যবস্থা এখন নাই। বস্তুতঃ সে কারণে কোন কর্তৃপক্ষও তাঁহার অধস্তন কর্মচারীরা তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। ব্যর্থতা তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিতে পারিতেন না, চাকরি রক্ষা ও আত্মমর্যাদার খাতিরে দায়িত্ব-তৎপর থাকিতেন। অনস্বীকার্য দেশের সর্বত্র কমবেশী অরাজকতা বিদ্যমান। অভাব–অনটন, দারিদ্র্য নৈরাশ্যে সাধারণ নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠপ্রায়। অভিভাবকেরা ইচ্ছা থাকিলেও অধ্যয়নরত সন্তানদের প্রতি সব সময় নজর রাখিতে পারেন না, তাহাদের আর্থিক ও অন্যান্য চাহিদাও পূরণ করিতে পারেন না সব সময়। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া দেশ চলে। মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গ্রহণও তাহার বাহিরে নয়। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে প্রশ্ন না করিয়া পারা যায় না, ছাত্র-ছাত্রীরা যথারীতি ক্লাসে উপস্থিত হইলে এবং শিক্ষকরা তাহাদের ক্লাস নিলে কম হইলেও শতকরা কতজন পাস করার কথা? অন্যদিকে যাহারা বাড়ীতে শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়া পড়িয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দেয় তাহাদের শতকরা কমপক্ষে কতজন পাস করিতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, শেষোক্ত শ্রেণীর শতকরা ১৩ জন নয়, তাহার বেশীই হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া প্রশিক্ষণের নামে এই প্রহসনের অর্থ কি? লক্ষণীয়, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী পাসের অযোগ্য, কর্তৃপক্ষ তাহাদেরও পরীক্ষার সুযোগ দেন এবং দরিদ্র অভিভাবকদের হাজার হাজার টাকা নষ্ট করিয়া তাহারা যথারীতি ফেলের মার্কা ধারণ করিয়া সংসার ও সমাজে ফিরিয়া আসে। অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সুযোগ দেওয়ার কর্তৃপক্ষীয় উদ্দেশ্য তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা, এই অভিযোগ বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার পরও এই পদ্ধতি বন্ধ করেন নাই। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণদান শুদ্ধভাবে ও যথারীতি নিয়মে যদি না চলে তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় পাসের জন্য উপযুক্ত হইবে কিভাবে? ফেলতো করিবেই এবং পাসের জন্য নকল ও বিকল্প কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। তাই ইহা ঠেকাইবার জন্য ইতিবাচক পথেরই সন্ধান করিতে হইবে সর্বাগ্রে এবং এখনই।

অনেক প্রবীণ শিক্ষকের মতে, দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অকৃতকার্যতার হার বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে নামিয়া যাওয়ার প্রকৃত কারণ শিক্ষকদের শিক্ষার নিম্নমান ও প্রশিক্ষণ-অযোগ্যতা ও তাঁহাদের মধ্যকার দলাদলিসহ প্রশিক্ষণ বহির্ভূত কাজে ব্যস্ততা। তাছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের সকলেই মেধাহীন, পড়াশুনা করে না বা তাহাদের পড়াশুনায় মন নাই, ইহা বিশ্বাস্য নয়। এমন কি ভাল ছাত্রের সংখ্যা কম হইলেও এবং শিক্ষকরা তাহাদের অধ্যয়নে সাহায্য করিলে পরীক্ষার ফলাফল শতকরা ১৩ হইতে পারে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফলাফল একটি ঘটনামাত্র। একই পরিস্থিতি দেশের সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করিতেছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক। অন্যথায় দেশে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অযোগ্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পরীক্ষায় ফেল করার জন্য শুধু ছাত্ররাই দায়ী ইহা কোথাও গ্রহণ করা হয় না।